যুগান্তর

তারিখ NOV 03 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

মোডকেল কলেজে ভাত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস!

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

আগামী ১০ নভেম্বর দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একযোগে অনুষ্ঠিতব্য মেডিকেল কলেজগুলোয় এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার (২০০৬-২০০৭) প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে! সাজেশন আকারে নয়, পরীক্ষায় আসবে এমন হুবহু প্রশ্নপত্র সরবরাহ দেয়ার নামে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন ২ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। তাদের বোঝানো হচ্ছে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতেই নগদ ৬/৭ লাখ টাকা লাগে। তাছাড়া প্রতি মাসে বেতনসহ অন্যান্য খরচ তো রয়েছে। একবার সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারলে পাস করে বের হওয়া পর্যন্ত আর টাকা-পয়সার চিন্তা করতে হবে না। এ খবরে পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ঘুম হারাম হয়ে গেছে।

এ ফাঁদে ইতিমধ্যেই অনেকে পা দিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাধিক সিনিয়র চিকিৎসক এ প্রতিবেদককে বলেন, তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন টাকা দিলে সত্যি সত্যিই প্রশ্ন পাওয়া যাবে কিনা তা জানতে চেয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে বিদায়ী সরকার সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কর্মকর্তা জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। তাদের মধ্যে দু'জন আবার বর্তমানে দেশের দুটি সরকারি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল। স্বাস্থ্য খাতের পডফাদার হিসেবে চিহ্নিত শীর্ষস্থানীয় এক নেতা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকারী দুই সিনিয়র শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। শেষবারের মতো মোটা অঙ্কের টাকা কামানোর লক্ষ্যে গোপনে প্রশ্নপত্র বিক্রির চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ নেতৃবৃন্দও একই অভিযোগ করেছেন।

তবে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. মোঃ শাহাদাত হোসেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর নিছক 'গুজব' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করা হয়। তিনি নিজেও পরিচালক মেডিকেল শিক্ষা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এ ধরনের গুজবের কথা শুনেছেন বলে উল্লেখ করেন।

আগামী ১০ নভেম্বর সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিতব্য এ ভর্তি পরীক্ষায় ২০৬০টি সিটের বিপরীতে প্রায় ২৪ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করছে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষা কোথায় হবে সে সিট বন্টনও হয়ে গেছে। সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার আশায় ছাত্রছাত্রীরা গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে কোচিংসহ রাতদিন পড়াশোনা করছে। প্রতি সপ্তাহে মডেল পরীক্ষা দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করছে। এ অবস্থায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরে তারা হতাশ হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ কান্নাকাটি শুরু করেছে। ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকে। এসএসসির পরীক্ষার ফলাফলের শতকরা ৪০ ভাগ ও এইচএসসির ৬০ ভাগ মিলিয়ে ১০০ নম্বর ও ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বর মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষার সার্বিক ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী নির্বাচিত করা হয়।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, এমবিবিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করে থাকেন দেশের সিনিয়র দু'জন চিকিৎসক। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক কম্পিউটার এনালাইসিস কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকেন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক মেডিকেল শিক্ষা সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরটি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। অন্য এক কর্মকর্তা বলেন, রাজনৈতিক কারণেই এ গুজব